REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 1st June 1921. | ৩য় সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের জন্য কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১/২ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর দেওয়া বাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যাবতীয় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অনুরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা ; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৲ দুই টাকা চারি আনা ; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷/০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য বৃদ্ধি! মূল্য বৃদ্ধি!!

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯২১ হইতে হিলিংবামের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস, আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ইউরোপীয় যুদ্ধের বৎসর ১৯১৪ হইতে সকল জিনিষের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তদুপরি সম্প্রতি আবার সরকার বাহাদুরের আজ্ঞায় আমদানী শুল্কের হার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে হিংবামের মূল্য অল্প পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। অতঃপর হিলিংবামের মূল্য হইবে বড় ৩৲ ; মাঝারি ২৷৷০ ও ছোট ১৲০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমীপ্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৮ সাল।

গরমের চরম।

—:০:—

আজও আশানুরূপ বৃষ্টি হইলনা। কদাচিৎ কোন কোন দিন একটুকু আধটুকু বৃষ্টি হইতেছে বটে কিন্তু তাহাতে গ্রীষ্মের প্রকোপ না কমাইয়া বরং গুমসো গরম আরও বাড়াইতেছে। মধ্যে ১১০ ডিক্রী উত্তাপ এতদঞ্চলে হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। প্রচুর বৃষ্টি অভাবে বোধ হয় এবার সুচারুরূপে ভাদুই ধান্য হইবেনা। অতিরিক্ত গরমের জন্য যদিও কোনওরূপ সাংঘাতিক পীড়ার আবির্ভাব হয় নাই তবুও দেশ ব্যাধিশূন্য বলা যায় না। স্থানে স্থানে বসন্ত রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর জনৈক কমিশনরও এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

———

পৃথিবীর বিপদের আশঙ্কা।

—•—

সত্রাস্তরে প্রকাশ পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ মনে করিতেছেন, সত্বরই জগদ্ব্যাপী একটা মহা অনর্থ উপস্থিত হইবে। সৌদামিনী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বড় বড় ফরাসী জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সূর্য্যমণ্ডলে প্রবল ঝঞ্ঝা উঠিবে, ঐ ঝঞ্ঝা-প্রভাবে সূর্য্যমণ্ডল হইতে অগ্নিময় রশ্মিরাজি বিকীরিত হইয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অসহ্য উত্তাপে উত্তপ্ত করিবে। স্যর অলিভার লজ মনে করেন, পৃথিবীর উপর প্রবল ধারায় বারিবর্ষণ হইবে। এই বারিতে বিদ্যুতের অণু থাকিবে। সেই বিদ্যুৎ-বারি বর্ষণে প্রকৃতি লোকক্ষয়কারী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। গ্রীনউইচের মানমন্দিরের জ্যোতিষীরা বলেন, সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্ক প্রভাবে বিশ্বধ্বংশ হইবে কি না বলা যায় না। বিদ্যুৎ বিভাগে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতিতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বেতার বিভাগে এখনও কোন লক্ষণ ধরা পড়ে নাই। আটলান্টিক মহাসাগরের নিম্ন দেশ দিয়া যে তারের লাইন আছে, তাহা বিগড়াইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ উহা স্থানান্তরিত করিতে হইবে বা ভালরূপে মেরামত করিতে হইবে।

আমাদের বিশ্বাস ইহা বৈজ্ঞানিক হুজুক মাত্র। এইরূপ ভাবের হুজুক পূর্ব্বে অনেক বার উঠিয়াছিল।

———

জঙ্গিপুরের অঙ্গচ্ছেদ।

—•—

এত লেখা লেখি ও আপত্তির পর সরকার বাহাদুর জঙ্গিপুরের লালগোলা থানার এলাকা লালবাগের সামিল করাই স্থির করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে লালগোলা থানার ফৌজদারী বিভাগ অতঃপর লালবাগের সামিল হইল। দেওয়ানী বিভাগ লালবাগের উজোগ পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে অচিরে সে হুকুমও প্রচারিত হইবে। 'যা কর্‌বেন সাঁই তা কারুই মনে নাই।' সরকার যাহা সমীচীন বিবেচনা করিলেন তাহাই করিলেন ইহাতে বলিবার কিছুই নাই। তবে আমাদের মহকুমার আর কোন রাজা, রায় বাহাদুর (মণ্ডলপুরের রায় বাহাদুরকে আড়ার সামীল ধরিলে) বা একটী রায় সাহেবও থাকিল না। এবারে সব সমান সমান অর্থাৎ সকলেই নিরুপাধি। লালগোলা থানা জঙ্গিপুরের পর হইল. সেই সঙ্গে লালগোলার রাজা বাহাদুরও যদি জঙ্গিপুরকে পর ভাবেন তা হইলেই আমাদের "ফুরাল বাগানের আম কি খাবিরে—" তা হইলেই জঙ্গিপুর প্রাণ ভরিয়া গাহিবে—

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
দর্প করিলে চূর।"

———

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী ডোম।

—০—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির গত নির্ব্বাচনে নোয়াখালি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র চর্ম্মকার এম, এল, সি, মহোদয় অমুসলমানগণের পক্ষে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলা হইতে অন্যতম সদস্য রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর পরলোক গমন করায় তাঁহার স্থানে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ডোম মহাশয় উক্ত পদের প্রার্থী হইয়াছেন। আবার শুনা যাইতেছে যে ডোম মহাশয়েরই উক্ত পদ প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ব্রিটীশ প্রজার সকলেরই সমান অধিকার কেবল তফাৎ যা কালায় ধলায়।

———

উদ্ধৃত

গান্ধী-বড়লাট সংবাদ।

—:০:—

সিমলার দুই এক জন ভারতবাসীর নিকট মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের এবং কথাবার্ত্তার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতটা জানিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাট প্রায় চারি ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা যাহাতে খোলাখুলি ভাবে চলিতে পারে, তজ্জন্য বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকেও সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় আন্দোলনের মূল কারণগুলি বড় লাটের কাছে বিবৃত করেন। রাউলাট আইন এবং প্রেস আইনের কথাই তিনি বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। প্রেস আইনের জন্য লোকে পঞ্জাব অত্যাচারের সম্বন্ধে তাহাদের সত্যকার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। সেখানে যেরূপ অত্যাচারের সহিত দমননীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল. জালিনওয়ালাবাগে অনর্থক যেরূপভাবে জীবননাশ করা হইয়াছে, নির্দ্দোষ লোকদিগকে যেরূপ ভাবে অপমানকর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, এই দুইটী আইনের জন্য ভারতবাসীরা তাহার যথোচিত নিন্দা এবং প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। যে পর্য্যন্ত শান্ত ভাবে অশান্তি নিবারণের উপায়গুলি না ব্যর্থ হয়, কুলোকের পরামর্শে উত্তেজিত জন সংঙ্ঘের অত্যাচার প্রশমিত করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত ভারতের জন নায়কদের চেষ্টা না বিফল হয়, সে পর্য্যন্ত আর এই ধরণের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে না—গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জন-সাধারণ এখন এইরূপ একটা সত্যকার প্রতিশ্রুতি চায়। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার আর উপায় নাই।

ব্রিটিশ ঈষ্ট আফ্রিকা সম্বন্ধে ইংরেজেরা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেও ভারতবাসীদের বিশ্বাস তাঁহাদের উপর হইতে সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবীদের চেষ্টাতেই সে দেশটায় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা বাসোপযোগী হইয়াছে। এখন স্বার্থপর ব্রিটিশ জাতি ভারতবাসীদিগকেই তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যাপার হইতে ভারতীয় অজ্ঞ কুলীদেরও চোখ ফুটিয়া গিয়াছে। ন্যায় এবং সততা বলিয়া ব্রিটিশ জাতি যে বড়াই করেন, তাহার উপর আর তাহাদের বিশ্বাস নাই।

ষ্মর্ড রেডিং মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত কথাই ধীরভাবে শুনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলেন, ভারতের সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করিবার যে জনরব রটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। যদি তাঁহারা অজ্ঞ জন-সঙ্ঘকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিয়া না তোলেন এবং ভীষণ উপদ্রব ও খুনাখুনী আরম্ভ হইয়া যায়, তবে সেরূপ কোন ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আফগান প্রশ্ন লইয়াও তাঁহাদের আলোচনা চলিয়াছিল।

কলিকাতায় জনরব, মহাত্মা গান্ধী নাকি মনে করিতেছেন যে রাউলাট আইন অতি শীঘ্রই তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রেস আইনের কঠোরতাও কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া পূর্ব্ব আফ্রিকার ব্যাপারে ভারতবাসীদের স্বার্থ যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহারও চেষ্টা করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী বড় লাটের নিকট হইতে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়াছেন যে, তিনি সত্যসত্যই দেশের ভিতর শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র এবং ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন।

আরজীর জবাব।

চৌকী নিশ্চিন্তপুর ইনসাফি আদালত।

—:০:—

বিবাদী কাঙ্গাল অভাগা দিগর
মাতা ঘৃণা পিতা দয়াহীন।
জাতি দীন দাস পেষা উপবাস
বাস দেহ রক্তমাংসহীন।
সঙ্গত বর্ণনা দাখিল প্রার্থনা
করি আমি বিধিমতে।
জুনিয়ার উকীল গরীবের কথা
গ্রাহ্য যদি এই আদালতে।
(১) বাদীর আরজি আপন মরজি
মত লিখিয়াছে।
সব ঠিক কথা কভু লেখে নাই
অঠিক সকলি আ'ছে।
(২) নালিশ কারণ নাই বর্ত্তমান
মৎলব করা হয়য়াণ।
তক্ষক মতে দেয় নাই বাদী
ঠিক জমি পরিমাণ।
(৩) সরিক্ বিবাদী সর্ব্ববিধ ব্যাধি
উপদংশ গণোরিয়া বিনা
ওদের সেলামী দিতে পারি নাই
জমি খাই ষোল আনা।
(৪) সরিক বিবাদী সহযোগে বাদী
আছে হ'তে বহুকাল
কথিত ধারায় আরজি চলেনা
ইচ্ছা গত করা কাল।
সরিকে সরিকে কিস্তিতে কিস্তিতে
নালিশ করিয়া কেবল।
পরতে পরতে একটু একটু
হ'রে নিতে চায় বল।
(৫) মাহালের প্রথা বারমাস কিস্তি
সংখ্যায় গোমস্তা কমি।
tender করি প্রতি মাসে মাসে
ইস্তাফা দিতেছি জমি।
সাক্ষী তাহার সরিক বিবাদী
নাম দিই তিনজন।
(১) অম্লাবস্ত্রাভাব (২) ডাক্তারের চাপ
(৩) মেয়ের বিয়ের পণ!
এ ছাড়া সাক্ষী কুঁড়ে ঘর খানি
ফুটো চা'ল পচা খড়।
শীতকালে শীত ক্ষরার গরম
সোঁতামাটি জল ঝড়।
পিলে ফাটা রোগ ছেলে গুণ্ডাযোগ
পড়শীর অত্যাচার।
স্ত্রীর বাক্যবাণ সদা আন আন
নানাবিধ ধার্য্য কর।
(৬) বিবাদী প্রার্থনা জ্বালা যন্ত্রনা
ড্যামেজ পাবেনা বাদী।
খাজনাটি শুধু যত শীঘ্র পারে
মুহূর্ত্তেতে হয় যদি।
(৭) ড্যামেজ পাবার বিবাদী হকদার
ঘাটের কাঠের দাম।
খরচ বদলে মরণ অটালে
শৃগাল কুক্কুর ধাম।
আমরা কাঙ্গাল, অভাগা দিগর
সত্য কহিয়া এতে।
হাতে খাজনা নিয়ে টিপসহি করি
শ্মশান ঘাটের পথে। শ্রী—

—বীরভূম-বাণী

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি রক্ত, কফ ও প্রস্রাব আদি পরীক্ষা

করিয়া রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন্ ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্সন্ ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান:—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—

বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বৈকালে—৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—

৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৶০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৵০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নাদিকর রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

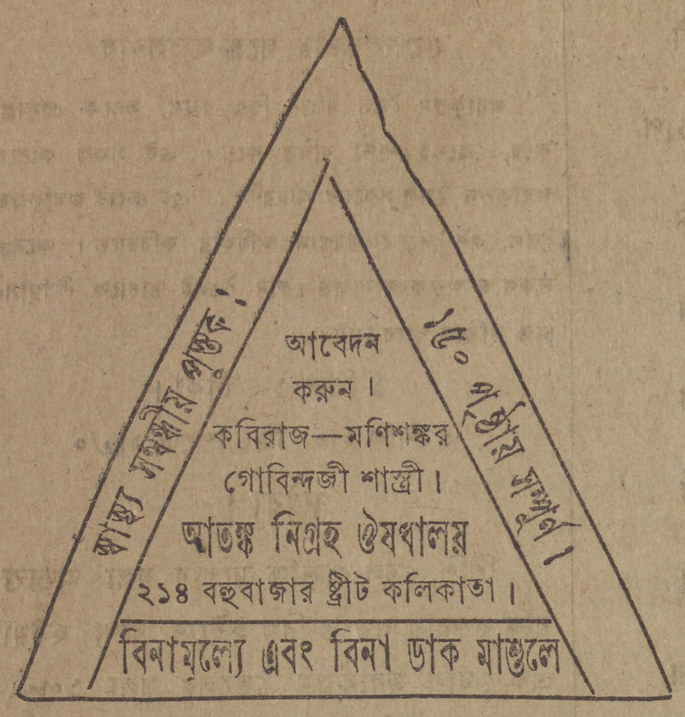

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক ! ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন। কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে ;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৸৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৴৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৴৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেদঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটিজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ